দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)	565.61	4, 114.60
	২০০৬ হতে ২০২৩ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)		৬৬৮৫৮.৬৩
	মোবাইল গ্রাহক	১ কোটি ৪২ লক্ষ	১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ
	টেলিডেনসিটি	১০.৩৭%	১০৭.০২%
	ইন্টারনেট গ্রাহক	১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার	১৩ কোটি ১৯ লক্ষ
	ইন্টারনেট পেনিট্রেশন	১.০৫%	৭৪.৭৪%
	উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড	২০০৬ এ শুধুমাত্র টু-জি মোবাইল সেবা চালু ছিল	২০১২ তে থ্রিজি এবং ২০১৮ তে ফোরজি সেবা চালু হওয়ার পর থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে ফোর-জি গ্রাহক সংখ্যা ০৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৫ হাজার। এছাড়াও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশব্যাপি ফাইভ-জি সেবা চালুর জন্য টেস্ট এন্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে।
	আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	৪৫ জিবিপিএস	৫৮০৫.০৪৯ বিপিএস
	আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ব্যবহার	১০ জিবিপিএস	৪৮৬৫.৪৪০ বিপিএস
	অপটিক্যাল ফাইবারের বিস্তৃতি	১৪,৭৭৬ কি.মি	১,৬১,৯৬৬ কি.মি
	কল ড্রপের ক্ষতিপূরণ	কোন ক্ষতিপূরণ পেত না	১ম ও ২য় কল ড্রপের জন্য ৩০ সেকেন্ড করে এবং ৩য়-৭ম কল ড্রপের জন্য ৪০ সেকেন্ড করে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) গ্রাহক	শূণ্য	১৯ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার
	মোবাইলের কল চার্জ	মোবাইল কল রেটের ক্ষেত্রে অন-নেট অফ নেট কলে রেটের বৈষম্যের ফলে অপারেটরদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল। ২০০১	বর্তমানে অন-নেত অফ নেট নির্বিশেষ মোবাইল কলরেট ০.৪৫ -২.০০ টাকা/মিনিট

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)		সালে মিনিট প্রতি কল রেট ১১.৩৭ টাকা।	
	মোবাইল ইন্টারেট এর জন্য নির্দেশনা	কোন নির্দেশনা ছিলনা	জনগণের জন্যসহজলভ্য ও অধিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে ডাটা প্যাকেজ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশিদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নগণ্য	বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশীদের স্বাচ্ছন্দ পদচারণা বিদ্যমান। কেবলমাত্র ফেসবুক ব্যবহারকারী প্রায় ৫.২৭ কোটি। এছাড়াও ডাটা ছাড়াই টেক্সট অনলি ফেসবুক, মেসেঞ্জার এবং ডিসকভার এ্যাপ ব্যবহার গ্রাহককে দিয়েছে জরুরী মুহূর্তে ডাটা ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
	মোবাইল ফোনের রিচার্জে এবং খচের হিসাব	পেত না	BTRC এর নির্দেশনায় প্রতি মাসে এসএমএস এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে রিচার্জ এবং খরচের হিসাব পাচ্ছে গ্রাহক।
	আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন	নির্ধারিত ছিল না	ILDTS Policy 2010 এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন এর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কল টার্মিনেশন রেট ০.০০৪ মার্কিন ডলার/মিনিট
	বাংলায় এসএমএস	-	২০/০২/২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ কে উপলক্ষ্য করে বিটিআরসিতে অর্ধেক খরচে বাংলা ভাষায় ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএস সেবা চালু করা হয়।
	এক দেশ, এক রেট	-	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিগত ৬ জুন ২০২১ তারিখে সারা দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে এক দেশ, এক রেট -এ ইন্টারনেট সেবা এবং পরবর্তীতে সারা দেশের জন্য 'এক দেশ, এক রেট' বিবেচনায় ইন্টারনেট প্রদানে সকল পর্যায়ে ট্যারিফ ১২-০৮-২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়, যা ইতোমধ্যে বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য ট্যারিফ প্রদানের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ 'Grade of Service (GoS)' প্রদান করা হয়েছে, ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও বজায় থাকবে;

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	**বিভিন্ন ক্যাটাগরীর লাইসেন্সের বিবরণ**		
	সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স	-	৪
	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স	-	২৪
	ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসএিক্স) লাইসেন্স	-	২৬
	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) লাইসেন্স	-	৩৪
	মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) লাইসেন্স	-	১
	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ) লাইসেন্স	-	১
	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারটের লাইসেন্স	-	৪
	থ্রিজি সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	-	৪
	ফোরজি/এলটিই সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	-	৪
	ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্টেরিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) লাইসেন্স	-	৭
	টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স	-	৪
	পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক অপারটের (পিএসটিএন) লাইসেন্স [ন্যাশনাল:০৪, জোনাল:০৬, রুরাল:০১]	১৫	১১
	ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমশিন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) লাইসেন্স	-	৬
	ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) লাইসেন্স	-	১০

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	ভেহিক্যাল ট্রাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস) লাইসেন্স	-	৫১
	[সার্ভিস লাইসেন্স: ৪৮, সার্ভিস অনুমোদন: ৩]		
	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার- জাতীয় লাইসেন্স	-	৪২
	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - সেন্ট্রাল জোন লাইসেন্স	-	৩
	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - জোনাল লাইসেন্স	-	৩
	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জাতীয় লাইসেন্স	২৩৩	১১৮
	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - বিভাগীয় লাইসেন্স		৩৪১
	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - জেলা লাইসেন্স		১৪৯
	ইন্টারনটে সার্ভিস প্রোভাইডার- উপজলো/থানা লাইসেন্স		২২৮৯
	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	৯৩	১৪
	ভিস্যাট প্রোভাইডার লাইসেন্স	৩০	১
	ভিস্যাট হাব অপারেটর	৬	৩
	টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (টিভিএস) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	-	১৩২
	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	-	১৮৭
	মোট লাইসেন্স সংখ্যা	৩৭৭	৩,৪৭৩
	বিভিন্ন প্রকার গাইডলাইনের বিবরণ		

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	Regulatory Licensing Guideline for PSTN Operator License 2004	২০০৪ সালে জারিকৃত	চলমান
	Regulatory Licensing Guideline For Issuing Zonal License to Private Sector For Establishing, Operating and Maintaining PSTN Services in Central Zone, Bangladesh 2006	২০০৬ সালে জারিকৃত	চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for International Gateway (IGW) Services	-	২০১৮ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Interconnection Exchange (ICX) Services	-	২০১১ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for International Internet Gateway (IIG) Services	-	২০১১ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Mobile Number Portability (MNPS) Services	-	২০১৭ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Broadband Wireless Access (BWA) Services	-	২০০৮ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for 2G Cellular Mobile Phone Services	-	২০১১ সাল হতে চলমান

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	Regulatory Licensing Guidelines for 3G Cellular Mobile Phone Services	-	২০১৩ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services	-	২০১৭ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for International Terrestrial Cable (ITC) Services	-	২০১১ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Tower Sharing Services	-	২০১৮ সাল হতে চলমান
	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN (Zonal to National) conversion	-	২০০৭ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Voice Over Internet Protocol (VSP) Services	-	২০১২ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Services	-	২০০৮ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for National Internet Exchange (NIX) Services	-	২০১২ সাল হতে চলমান

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	Regulatory Licensing Guidelines for Vehicle Tracing Service (VTS) Services	-	২০০৯ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) Services	-	২০০৯ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) Services	-	২০২০ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Submarine Cable Systems And Services	-	২০১১ সাল হতে চলমান
	Guideline for Infrastructure sharing	-	২০১১ সাল হতে চলমান
	Regulatory Guidelines on Landing Rights for Broadcasting Satellite Service In Bangladesh	-	২০২০ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines for Very Small Aperture Terminal (VSAT) Services	-	২০২২ সাল হতে চলমান
	Regulatory and Licensing Guidelines for Satellite Operator in Bangladesh	-	২০২২ সাল হতে চলমান
	Regulatory Licensing Guidelines Issuance of Registration Certificate for	-	২০১৮ সাল হতে চলমান

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	Providing Telecommunication Value Added Service (TVAS)		
	Instructions for Issuance of Registration Certificate for the Operation of Call Center	-	২০১৩ সাল হতে চলমান
	লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরনঃ কমিশনের কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে Online License Issuance and Management System (LIMS) প্রচলন। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক দেশের যে কোন প্রান্ত/ স্থান হতে কমিশন কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স/ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু, নবায়ন, বাতিল ও সংশোধন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।	-	প্রক্রিয়াধীন
	স্পেকট্রাম মনিটরিং সক্ষমতা।	কোন স্পেকট্রাম মনিটরিং সক্ষমতা ছিল না।	বর্তমানে **০৭ টি ফিক্সড মনিটরিং ষ্টেশন, ০৩ টি পোর্টেবল মনিটরিং ষ্টেশন, ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশন এবং** ১০ টি হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং টুলস এর মাধ্যমে দেশব্যাপি স্পেকট্রাম মনিটরিং এবং ইন্টারফিয়ারেন্স এর সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।
	বৈধভাবে আমদানী ও উৎপাদিত মোবাইল হ্যান্ডসেট এর তথ্য সংরক্ষন করা।	বৈধভাবে আমদানী ও উৎপাদিত মোবাইল হ্যান্ডসেট এর তথ্য সংরক্ষন করার কোন ব্যবস্থা ছিল না।	বর্তমানে বৈধভাবে আমদানী ও উৎপাদিত মোবাইল হ্যান্ডসেট এর তথ্য সংরক্ষন করা হচ্ছে।
	জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ব্যবহারকারীর মোবাইল হ্যান্ডসেট এর IMEI স্বংয়ক্রিয়ভাবে নিবন্ধন করা।	জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ব্যবহারকারীর মোবাইল হ্যান্ডসেট এর IMEI স্বংয়ক্রিয়ভাবে	জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ব্যবহারকারীর মোবাইল হ্যান্ডসেট এর IMEI স্বংয়ক্রিয়ভাবে নিবন্ধন করা হচ্ছে এবং LEA এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে মোবাইল হ্যান্ডসেট এর IMEI নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছন্ন করার সুযোগ রয়েছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)		নিবন্ধন করার কোন ব্যবস্থা ছিলর না।	
	৩জি, ৪জি এবং ৫জি সেবা	কেবলমাত্র ২জি সেবা প্রচলন ছিলো	৩জি এবং ৪জি সেবার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ২জি এর পাশাপাশি জনগণ ৩জি ও ৪জি সেবা পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫জি এর টেষ্ট এন্ড ট্রায়াল করা হয়েছে।
	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১	কোন স্যাটেলাইট ছিলো না	বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে এবং এর মাধ্যমে DTH সেবা, ইন্টারনেট সেবা ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন সেবা দেয়া হচ্ছে।
	আইওটি (IoT)	কোন আইওটি (IoT) কোম্পানি ছিলো না।	৭৪ টির অধিক কোম্পানিকে আইওটি (IoT) সেবার জন্য তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।
	মোবাইল সেবার জন্য বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমাণ	৯৬.৬ মেগাহার্জ	৩৪৬.৬ মেগাহার্জ
	টেলিভিশন চ্যানেল	০৭ টি	৩৯টি
	এফএম রেডিও	০১ টি	২৮টি
	স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনকারী কারখানা	কোন প্রতিষ্ঠান ছিলো না	স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বমোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হয়ে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট SKD-Semi Knock Down পদ্ধতিতে সংযোজন এবং CKD-Complete Knock Down/Surface Mount Technology-SMT পদ্ধতিতে ৬০% ফিচার ফোন এবং ৩৮% স্মার্ট ফোন উৎপাদন করে বাজারজাত করছে।

২০০৬-২০২৩ হতে বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়, ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের বিবরণীঃ

অর্থ বছর	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ	ব্যয় (প্রশাসনিক,মূলধণী ও স্যাটেলাইট কিস্তি)	উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান
2006-2007	565.61	3.94	561.88
2007-2008	1,677.85	25.43	1,647.92
2008-2009	3,195.38	35.97	3,159.40
2009-2010	2,370.98	25.01	2,345.97
2010-2011	3,047.28	28.12	3,019.16

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম		২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	2011-2012	6,957.70	27.87	6,929.79
	2012-2013	5,404.69	55.59	5,349.10
	2013-2014	10,085.35	49.94	10,035.42
	2014-2015	4,219.19	42.58	4,176.61
	2015-2016	4,207.94	70.46	4,137.48
	2016-2017	4,066.48	78.56	3,987.92
	2017-2018	6,445.36	182.40	6,262.96
	2018-2019	3,058.88	300.86	2,758.02
	2019-2020	4,719.82	317.97	4,401.85
	2020-2021	3,801.03	292.41	3,508.62
	2021-2022	4,359.33	537.94	3,905.00
	2022-2023 (অনিরীক্ষিত)	4,114.60	457.00	3,348.09
	মোট	**66,858.63**	**2466.71**	**64,165.99**

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার/অর্জনঃ

ক্রমিক	পুরস্কার/সম্মাননা/পদকের নাম ও প্রাপ্তির বৎসর	পুরস্কার/সম্মাননা/পদক যে কাজের জন্য পাইয়াছে
০১।	ITU এর Council Member হিসেবে সদস্যপদ, ২০১০ এবং ২০১৪	প্রতি ০৪ (চার) বছরে ইন্টারন্যাশনাল টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) কর্তৃক Plenipotentiary Conference (PP) আয়োজন করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে ITU- এর ডেপুটি জেনারেলসেক্রেটারি ITU-এর তিনটি সেক্টর তথা ITU-R, ITU -T এবং ITU-D এর পরিচালক, Radio Regulation Board –এর সদস্য সহ ITU –এর Council Member পদে পরবর্তী ০৪ (চার) বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ২০১০ সালে মেক্সিকোতে PP-10 –এ সর্বপ্রথম কাউন্সিল সদস্য পদে নির্বাচিত হয় এবং ২০১৪ সালে দক্ষিন কোরিয়ায় PP-14 –এ

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম		২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
			দ্বিতীয়বারের মত পূনঃনির্বাচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ০৫টি অঞ্চল ৪৮টি সদস্য রাষ্ট্র কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।	
	০২।	আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০১৬	২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়া। সরকারের এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের “ভিশন ২০২১” ইশতেহার প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তিনি ২০০৭ সালে ডেভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক বিশ্বের ২৫০ জন তরুণ বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নে অবদান রাখায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়’কে ‘আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত করা হয়।	
	০৩।	**রিকগনিশন অফ এক্সেলেন্স এওয়ার্ড, ২০১৬**	ITU সদস্য রাষ্ট্রসমূহসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন SME এবং Innovators গণের অংশগ্রহণে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে গত ১৪-১৭ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ITU Telecom World ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত প্রদর্শনীতে “Excellence in providing and promoting innovative ICT solution with Social impact” এর জন্য ITU এর স্বীকৃতি স্বরূপ “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প”-কে “রিকগনিশন অফ এক্সেলেন্স” এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আইটিইউ মহা-সচিবের কাছ থেকে উক্ত সম্মাননা গ্রহণ করেন।	
	০৪।	আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড, ২০১৯	গত ৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করতে সরকার, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও কারিগরি এসএমই’র জন্য আইটিইউ এর একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হলো টেলিকম ওয়ার্ল্ড । বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯- এ বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসিকে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট এপ্রিসিয়েশন’ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিটিআরসি’র	

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম		২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
			তত্ত্বাবধানে স্থাপিত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনটির জন্য বাংলাদেশ 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগ্নিশন অব এক্সিলেন্স' সার্টিফিকেট লাভ করে।	
	০৫।	WSIS Prizes, 2021	উন্নয়নশীল বিশ্বে ইন্টারনেট 'Accessibility' বৃদ্ধি করে দরিদ্র ও ধনী দেশগুলির মাঝে ডিজিটাল বিভাজন দূর করার মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতি সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় World Summit on the Information Society (WSIS) কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। WSIS স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০১২ সাল থেকে World Summit on the Information Society Prizes (WSIS Prizes) আয়োজন করা হচ্ছে। গত ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে WSIS কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে যে, প্রাপ্ত ভোট এবং প্রতিযোগীতার বিচারকদের মূল্যায়নের পর "CBVMP" প্রকল্পটি Action Line C5 ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ৫ (পাঁচ)টি প্রকল্পের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার মাধ্যমে "Champion" প্রকল্প হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। গত ১৮ মে ২০২১ তারিখে WSIS কর্তৃপক্ষ দাপ্তরিকভাবে "CBVMP" প্রকল্পটির জন্য বিটিআরসি'কে 'Winner' খেতাব প্রদান করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৮ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "WSIS Prizes 2021" ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই খেতাব গ্রহণ করেন।	
	০৬।	অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ২০২১ (ডব্লিউসিআইটি২০২১)' এর দ্বিতীয় দিনে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়কে 'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দিয়ে থাকে।	
	৭	ASOCIO Environmental, Social	প্রযুক্তি বিকাশ ও প্রয়োগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অসমান্য অবদান এবং প্রযুক্তি ব্যাবহারে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য এবং	

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
	& Governance Award 2022:	অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ASOCIO Environmental, Social & Governance Award 2022 অর্জন করে।	
বিটিসিএল	টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো: অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ছিলনা। সীমিত পরিসরে বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরে রেডিও ট্রান্সমিশনের পাশাপাশি বিটিসিএল এর ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হত। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃত ছিলনা।	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশব্যাপী সংযুক্তি। এ লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বিটিসিএল নিজস্ব অর্থায়নে ১০৮টি উপজেলায় ৯০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে। পরবর্তীতে '১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০৮ টি ইউনিয়নে ৯,০০০ কি.মি. এবং 'উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় দেশের ৩৩৯ টি উপজেলায় ৮,০০০ কি.মি. ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটিসিএল দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যন্ত এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে আসছে। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায়, ৪৭৪ টি উপজেলায় ও ১,২১৬ টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর মোট ৩৮,০০০ কি.মি. এরও বেশী ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। শহর ও গ্রামে ডিজিটাল বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড) কমে এসেছে।
	গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা	সীমিত পরিসরে জেলা সদর পর্যন্ত কপার ভিত্তিক ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সেবা চালু হয়, যার সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস।	বিটিসিএল এর 'ঢাকা শহরের পুরাতন ডিজিটাল টেলিফোন সিস্টেম প্রতিস্থাপন (১৭১ কে এল)' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশে কপার লাইনে ২-৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল (Asynchronous Digital Subscriber Line) প্রযুক্তির ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ে এক্সচেঞ্জসমূহে টেলিফোনের সাথে এডিএসএল ইন্টারনেট প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং সিলেট জেলায় সীমিত আকারে আধুনিক প্রযুক্তির জিপন (Gigabit Passive Optical Network, GPON) ইন্টারনেট চালু করা হয়। এই জিপন সংযোগের সর্বোচ্চ গতি ছিল ২০ এমবিপিএস। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল খাত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও আধুনিক প্রযুক্তি চালুর উদ্দেশ্যে বিটিসিএল এর এক্সচেঞ্জসমূহ আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বিটিসিএল			ধারাবাহিকতায় 'ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (এমওটিএন)" প্রকল্পটি ২০১৭ সালে গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল এর প্রযুক্তিগত আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ২২টি জেলায় আধুনিক আধুনিক প্রযুক্তির জিপন ইন্টারনেট চালু করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় অবশিষ্ট ৪২টি জেলায় জিপন ইন্টারনেট স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে দেশের সব জেলায় অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০০ জিবিপিএস গতির জিপন ইন্টারনেট এবং উপজেলায় গ্রাহক পর্যায়ে ২০ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়াও লিজড লাইন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে আরও উচ্চতর ক্যাপাসিটির ইন্টারনেট ব্যন্ডউইথ প্রদান করা হচ্ছে।
	কর্পোরেট গ্রাহক সেবা	২০০৬ সাল বা সমসাময়িক সময়ে তৎকালীন বিটিটিবি গ্রাহক পর্যায়ে টেলিফোন কেন্দ্রিক সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করত, কর্পোরেট পর্যায়ে সরকারী বা বেসরকারী খাতে টেলিফোন ব্যতিত অন্য সেবা অত্যন্ত সীমিত ছিল।	ক) সরকারী খাতেঃ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কর্পোরেট সেবা হিসেবে বিটিসিএল অবকাঠামো ভিত্তিক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ✓ সকল উপজেলা নির্বাচন কমিশনে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি (৪৩৮ টি ইতোমধ্যে সংযুক্ত) ✓ স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবায় প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত টেলিমেডিসিন ও ই-হেলথ সেবা পৌঁছে দিতে দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় কানেকটিভিটি ও ব্যান্ডউইথ (৩৫০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) ✓ ১৯০ টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক সংযোগ ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের মধ্যে সংযুক্তি (১১) ✓ সকল ই-পাসপোর্ট ও অন্যান্য পাসপোর্ট অফিসে ফাইবার ও ইন্টারনেট (১৫৪ টি অফিস) ✓ বাংলাদেশ পুলিশ এর হাইওয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য প্রয়োজনীয় কানেকটিভিটি

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বিটিসিএল			✓ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক প্রভৃতি। খ) বেসরকারী খাত/টেলিকম অপারেটরের ক্ষেত্রেঃ ✓ ৪জি সেবা উন্নয়ন এবং ৫জি এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মোবাইল অপারেটরগণের টাওয়ারসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযুক্তির আওতায় এনে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি। বিটিসিএল দেশের সকল মোবাইল অপারেটর (গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিটক) কে অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করছে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ ১৪,০০০ কি.মি. এর অধিক।
	নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন্স ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) সেবার মাধ্যমে অবকাঠামো পূর্ণ ব্যবহার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ।	২০০৬ সালে নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন্স ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) সেবার প্রচলন ছিলনা। প্রত্যেক অপারেটর তাদের নিজস্ব অবকাঠামো ব্যবহার করতো এবং আন্ত:অপারটের অবকাঠামো শেয়ারের প্রচলন ছিলনা।	এনটিটিএন সেবার প্রচলনের মাধ্যমে বিটিসিএল তার দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সকল মোবাইল অপারেটরসহ অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করছে। এর ফলে বিভিন্ন অপারেটরকে পৃথকভাবে বিনিয়োগ করতে হচ্ছেনা। বিটিসিএল এর অবকাঠামো (নেটওয়ার্ক ও টাওয়ার) অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল কোম্পানী তাদের সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারিত করছে এবং বিটিসিএল এরও রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট	২০০৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদে কোন ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না।	ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল নাগরিকসেবাসমূহ প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিটিসিএল বিনা মাশুলে ১,২১৬ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ইন্টারনেট প্রদান করছে, যা সেবার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বিটিসিএল			
	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনলাইন কার্যক্রমসহ রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালু রাখা	২০০৬ সালে ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পন্ন করার মত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বা ফাইবার নেটওয়ার্ক ছিলনা।	২০২৩ সালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনলাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালু রাখা হচ্ছে। বিশেষভাবে করোনাকালে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বর্তমানেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ভিডিও কনফারেন্সকালে বিটিসিএল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান করে থাকে।
	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাস করে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান।	২০০৬ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য ছিল ৭৫,০০০ টাকা (প্রতি এমবিপিএস)।	ইন্টারনেট সেবার প্রসার ও সাশ্রয়ীকরণের মাধ্যমে ২০২৩ সালে ব্যান্ডউইথের মূল্য গড়ে ৩০০ টাকা (প্রতি এমবিপিএস)। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে শেয়ার্ড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রদান করা হচ্ছে, যার সর্বনিম্ন প্যাকেজে প্রতি মাসে ৫ এমবিপিএস ইন্টারনেট (আনলিমিটেড) এর মূল্য ৫০০টাকা।
	টেলিফোন সেবার আধুনিকায়নে ভয়েস, মেসেজিং ও ভিডিও কল সুবিধাসহ আধুনিক প্রযুক্তির আইপি কলিং অ্যাপ ‘আলাপ’ চালু।	২০০৬ সালে ভূতপূর্ব বিটিটিবি’র টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার। প্রতি মিনিট ন্যূনতম কল চার্জ ছিল ৩ টাকা।	প্রযুক্তির পরিবর্তনের ধারায় টেলিফোনের চাহিদা কমে এসেছে। বর্তমানে বিটিসিএল এর টেলিফোন গ্রাহক ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার। টেলিফোনের কল রেট উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে। বর্তমানে সারামাস আনলিমিটেড টেলিফোন টু টেলিফোন কল মাত্র ১৫০ টাকায়, আর অন্য অপারেটরে কলরেট ৫২ পয়সা/মিনিট। নতুন প্রযুক্তির প্রসারে সারাবিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই ল্যান্ডফোন গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন প্রযুক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে ২৬ মার্চ ২০২১ সালে বিটিসিএল টেলিফোনি সেবায় যুক্ত করেছে আইপি কলিং সেবা “আলাপ”। ফ্রি অননেট কল (আলাপ টু আলাপ), সাশ্রয়ী অফনেট কল (আলাপ টু মোবাইল ও ফিক্সড ফোন), মেসেজিং, ভিডিও কলসহ আকর্ষণীয় ফিচারসমৃদ্ধ এই আইপি কলিং সেবার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ লক্ষ ৫৭ হাজারে দাঁড়িয়েছে যা বিটিসিএল এর টেলিফোন গ্রাহকের প্রায় তিন গুণ।
	সেবা ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে গ্রাহকের দোরগোড়ায় বিটিসিএল এর সেবা সম্প্রসারন।	২০০৬ সালে বিটিসিএল এর সেবা ছিল সম্পূর্ণ অফলাইন। গ্রাহককে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে	২০১৯ সালে বিটিসিএল এ প্রথম মোবাইল অ্যাপ ‘টেলিসেবা’ চালু করা হয় যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে টেলিফোন ও ইন্টারনেট এর অভিযোগ দাখিল, বিল দেখা ও এমএফএস এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারেন। কোভিড পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে টেলিসেবার মাধ্যমে অনলাইনে নতুন

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বিটিসিএল		বিটিসিএল এর অফিসে বা ক্যাম্প থেকে সেবা নিতে হত। মোবাইল ফিনান্সিং সার্ভিস (এমএফএস) বা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা না থাকায় শুধুমাত্র নির্ধারিত ব্যাংকে ডিমান্ডনোট ও বিল পরিশোধ করা যেত।	সংযোগের আবেদন ও ডিমান্ডনোট পরিশোধের সুবিধা সংযোজিত হয়। ফলে অতিমারীতেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিটিসিএল এর সেবা চালু রাখা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে 'ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (এমওটিএন)" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে বিটিসিএল এর সকল সেবা একটি একক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'BOSS' (Business and Operation Subsystem) এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। এটি বিটিসিএল এর গ্রাহকসেবায় একটি নতুন মাইলফলক। এর মাধ্যমে বিটিসিএল এর সকল সেবা ডিজিটালাইজশনের আওতায় এসেছে এবং আধুনিক বিলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সম্প্রসারনের ফলে এমএফএস, ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড এবং ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে সকল বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকল্পটি বিটিসিএল এ যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।
	গ্রাহকসেবার নতুন মাত্রা	২০০৬ সালে বিটিসিএল এর সেবার জন্য গ্রাহককে স্থানীয় টেলিফোন অফিস ও ক্যাম্পে যেতে হত।	২০২৩ সালে বিটিসিএল এ গ্রাহকসেবার জন্য 'BOSS' অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ 'টেলিসেবা', কল সেন্টার ১৬৪০২ চালু রয়েছে। সকল ধরনের গ্রাহক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী ঘরে বসে সেবা নিতে পারেন।
	সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিটিসিএল এর ভূমিকা	২০০৬ সালে CSR বা সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে বিশেষ কার্যক্রম ছিল না	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিশেষ সংযুক্তি কার্যক্রমে বিটিসিএল কাজ করছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ ✓ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ফ্রি টেলিফোন ✓ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের জন্য ফ্রি টেলিফোন ও ইন্টারনেট ✓ ঢাকা ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্রি টেলিফোন ✓ প্রেস ক্লাব, রিপোর্টারস ইউনিটিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থানে ফ্রি ওয়াইফাই জোন
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারে বিটিসিএল এর ভূমিকা	পূর্বে স্কুল/কলেজ পর্যায়ে টেলিফোন ব্যতিত কোন সেবা প্রদান করা হতো না	বিটিসিএল ইতোমধ্যে ৫৯১ টি সরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন চালু করেছে। এটি ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে করোনা মহামারী সময়কালে অনলাইন ক্লাস চালু রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	(১) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক, ২য় প্রেক্ষিত, স্মার্ট বাংলাদেশ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রযোজ্য নয়। (যেহেতু, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ২৫শে জুন ২০১৫ খ্রি: সৃষ্টি হয় এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি: হতে কার্যক্রম আরম্ভ হয়।)	• দেশের সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স " শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা, রাজস্ব খাতে ডিওটি কর্তৃক ০১ জানুয়ারী ২০২০ হতে সিটিডিআর সেন্টার((CTDR Centre) নামে পরিচালিত হচ্ছে। সিটিডিআর সিস্টেম মাধ্যমে, সরকারের নীতিমালা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী, ইতোমধ্যে ২৩ হাজারের অধিক পর্ণ ও গ্যম্বলিং সাইট বন্ধ/রোধ করা হয়েছে। • টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সিস্টেমের ক্ষমতা সম্প্রসারণে সিটিডিআর ফেইজ-২ প্রকল্প ১০ মে ২০২২ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন চলমান আছে। • টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ০১ আগস্ট ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund) এর অর্থায়নে, 'সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায়, আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১৯৭৭টি শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ ও ডিজিটাল ডিসপ্লে সহযোগে, আধুনিক শিক্ষার উপযোগি ডিজিটাল ক্লাশরুম স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেন্ডারভেদে সকল শিক্ষার্থীর জন্য Digital age-এর উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নীতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। • ITU guidelines অনুযায়ী Telecommunications Conformance Testing Centre & Testing regime স্থাপন এবং National Academy for Advance Telecommunications Research and

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর			Training (NAATRT) স্থাপনের লক্ষ্যে, "Feasibility Study for "Establishment of ITU recognized Telecommunication Conformance Testing Centre and founding Telecom Testing Regime in Bangladesh" and "Establishment of National Academy for Advance Telecommunications Research and Training (NAATRT)" শীর্ষক প্রকল্প ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন চলমান আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, টেকনোলজিক্যালি স্মার্ট মানবসম্পদ গঠনে সহায়ক হবে • সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন এবং দেশের ডাটা নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম জনবল গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য 'Establishment of Cyber Security Center of Excellence and Network Security of Bangladesh' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য 'যাচাই কমিটি'র সভা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় দেশের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স (Cyber Security Centre of Excellence, CCoE) স্থাপন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাত সম্পর্কিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটিং সুবিধা, প্রচলিত এবং ক্লাউড স্টোরেজে তথ্য সংগ্রহসহ এ জাতীয় অনেক "ডিজিটাল সম্পদ" (Digital Asset) রক্ষায় প্রস্তাবিত কেন্দ্রটি Knowledge, Skill, Ability উন্নয়নসহ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	(২) দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গঠনে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		• ই-নথি, ই-জিপিসহ কেন্দ্রীয়ভাবে চালুকৃত এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্দেশনা মোতাবেক টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতার ফলে বর্তমানে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধিতে ডিওটি'র অর্জন প্রায় ৯৩.২১%। • টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নে নিয়মিতভাবে চাকুরী সংক্রান্ত, কারিগরি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান আছে। প্রয়োজনে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে 'অনলাইন প্রশিক্ষণ প্লাটফর্ম' (academy.dotelecom.org) চালু করা হয়েছে। • সেপ্টেম্বর/২২ এ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি এবং বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত হয়েছে। • টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত জনবল হতে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিটিসিএল, টিবিএল, বিএসসিসিএল, টিএসএস, বিসিএসএল)-এর শীর্ষপদসহ বিভিন্ন পদে প্রেষণে/লিয়েনে দক্ষ কর্মচারি পদায়ন করা হয়েছে।
	(৩) সর্বস্তরে সুশাসন ও শুদ্ধাচারের চর্চা বৃদ্ধিতে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার যথাযথ বাস্তবায়ন, গণশুনানি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা সহজীকরণে উদ্ভাবনী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় অধিদপ্তরের সেবা ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবা ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় (ক) লাম্প-গ্রান্ট, (খ) প্রশিক্ষণ/ভাউচার/সম্মানী ভাতা ও (গ) জিপিএফ (ফেরতযোগ্য) ট্র্যাকিং সিস্টেম ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য সেবা ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় পর্যায়ক্রমে চালুকরণের কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে। সেবা প্রত্যাশি নিজে অথবা যে কোনো ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রের সহায়তায় https://st.dotsim.gov.bd ওয়েবপেজের 'Track Your Service' ফিল্ডে তাঁর সার্ভিস ট্র্যাকিং আইডি টাইপ করে সেবা প্রক্রিয়াকরণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	(৪) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কাজের আওতায় সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অর্জনসমূহের প্রচারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		• উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অর্জনসমূহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনমত আপলোড করা হয়। • সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়। • উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অর্জনসমূহের প্রচারের নিমিত্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সে সংশ্লিষ্ট তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অংশীজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ‘অংশীজন সভা’য় অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অর্জনসমূহ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়।
	(৫) দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রসারের লক্ষ্যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আপামর জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ‘যার জমি আছে ঘর নাই’ কর্মসূচীতে একটি ঘর নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অনুদান বাবদ ১.৭১ লক্ষ টাকা দিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হরিরামপুর-এর সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	(৬) মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে: • ১৬ই আগষ্ট ২০২১ খ্রিঃ তারিখে, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ‘১৫ই আগষ্ট, জাতীয় শোক দিবস’ এর উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। • ১৫ই নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শীতা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।মুজিব বর্ষ ও মহান বিজয় দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে একটি আলোচনা সভা

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
			এবং অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
	(৭) অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত কর্মচারিগণকে সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।		নভেম্বর ২০১৬ হতে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত পেনশন নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৭৫৫টি এবং আনুতোষিক বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৯৩৭.৯২৬ কোটি টাকা।
	(৮) কোভিড-১৯ অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		কোভিড-১৯ অভিঘাত মোকাবেলার জন্য সরকারি নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ডাক অধিদপ্তর	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের গ্রামীন ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬২১টি গ্রামীন ডাকঘর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	২০০৬ সালের পূর্বে ডাক অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। অধিকাংশ গ্রামীন ডাকঘর বা শাখা ডাকঘরের কোনো স্থায়ী ভবন ছিলো না। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের পোস্ট অফিস ভবন গুলো ছিলো অধিকাংশ জরাজীর্ণ। ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব কোনো সদর দপ্তর ভবন ছিলো না। ডাক পরিবহনের জন্য গাড়ি ছিলো অপ্রতুল। ডাকঘর সমূহতে শুধু ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা হতো। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক সংকট ছিলো প্রকট। ইতোপূর্বে কোনো সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় নি।	ডাক বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের পর হতে এ যাবৎ সারাদেশে ডাক বিভাগের ১২২১টি গ্রামীন ডাকঘর ভবন নির্মাণ ও ১২৬৯টি গ্রামীণ ডাকঘর ভবন মেরামত করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৪৪টি পুরাতন/জরাজীর্ণ ডাকঘর ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১১৬টি উপজেলা ডাকঘর ভবন নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ঢাকার আগারগাঁও -এ দৃষ্টিনন্দিত ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর 'ডাক ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। ডাক পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৭ সালের মধ্যে ৮০০০টি গ্রামীণ পোস্ট অফিস ও ৫০০টি উপজেলা ডাকঘর থেকে পোস্ট ই-সেন্টার এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস ও টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলে আধুনিক ও যুগোপযোগী ২০তলা বিশিষ্ট ৮টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী পোস্ট অফিস করার লক্ষ্যে সারা দেশে চিলিং চেম্বার সুবিধা সংবলিত ১৪ টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পঁচনশীল দ্রব্য পরিবহণের নিমিত্ত ১০০০ (এক হাজার)টি থার্মাল বক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাক বিভাগের আধুনিকায়ন ও ডাক সেবাকে ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা'' শিরোনামে সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের সুপারিশক্রমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এছাড়া বর্তমানে ২০৩০২.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন-
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০১৫ সালে সারাদেশে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০৪ পুরাতন/জরাজীর্ণ ডাকঘরের নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।		
	সারা দেশে থানা সদরে অবস্থিত বিভিন্ন ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১১৬টি থানা ডাকঘরের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।		
	"বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও তে ২০১৪-২০১৯ সালে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৪ তলা বিশিষ্ট ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর 'ডাক ভবন'' নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭মে, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধনের পর ডাক অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।		
	"ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৮ সালে ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ তথা বিদ্যমান রেল ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে।		

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
ডাক অধিদপ্তর	পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি" প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৭ সালে সারাদেশে ৮০০০টি গ্রামীণ পোস্ট অফিস এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরে ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।		২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প এবং ৪৭৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্প সরকারের "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা", এসডিজি এবং "ভিশন-২০৪১" বাস্তবায়ন এর সাথে সম্পর্কিত।
	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ২০১১-২০১৭ সালে পল্লী জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ৬০০টি গ্রামীণ ডাকঘরের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ১২৬৯টি গ্রামীণ ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।		
	"ঢাকা শহরে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ'' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মতিঝিলে ২০১৭-২০২১ সালে ২০তলা বিশিষ্ট ৮টি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		
	ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ" প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০১৭ সালে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে ডাক বিভাগকে সজ্জিত করে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।		
	"মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০২২ সালে সারা দেশে চিলিং চেম্বার সুবিধা সংবলিত ১৪ টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পঁচনশীল দ্রব্য পরিবহণের নিমিত্ত ১০০০ (এক হাজার)টি থার্মাল বক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার (ডিএমএস) ব্যবহার করে একজন গ্রাহক ঘরে বসেই চিঠিপত্র, পার্সেল, ডিজিটাল কমার্স পণ্য অনলাইনে ট্রেস এন্ড ট্রেক করতে পারছেন।		
	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশক্রমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান। এ সকল প্রকল্প সরকারের		

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
ডাক অধিদপ্তর	"প্রেক্ষিত পরিকল্পনা", এসডিজি এবং "ভিশন-২০৪১" বাস্তবায়ন এর সাথে সম্পর্কিত।		
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুর্নবাসন-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৭০টি জরাজীর্ণ ডাকঘরের মেরামত ও সম্প্রসারণ/পুন:নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩০২.১১ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ২৭০টি ডাকঘরের মধ্যে ১৩৪টি ডাকঘরের পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		
	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ০৬ টি জিপিও ভবন, ২৪ টি জেলা প্রধান ডাকঘর ভবন, ০৮ টি উপ-ডাকঘর ভবন এবং ডাক জীবন বীমা এর সদর দপ্তর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণির ৩৯টি ডাকঘর ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তারমধ্যে ০৬ টি ডাকঘরের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।		
	ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এর কংগ্রেসের নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়লাভ।	বাংলাদেশ যতবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তার ভিত্তিতে ২০০৬ সালের পূর্বে পরপর ৩ বার CA এর সদস্য নির্বাচিত হতে পারে নি।	গত ০৯.০৮.২০২১ খ্রি: হতে ২৭.০৮.২০২১ খ্রি: পর্যন্ত কোত দিভোয়ার-এর আবিদজান-এ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৭তম কংগ্রেস (সর্বশেষ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে বাংলাদেশ POC এবং CA এর সদস্যপদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলো। উক্ত নির্বাচনে ৪ নম্বর গ্রুপ (সাউদার্ন এশিয়া ও ওশেনিয়া) থেকে বাংলাদেশ CA এর সদস্যপদে ইরান (ইসলামিক রিপাবলিক), ইরাক এবং ফিজিকে পরাজিত করে ১৩ টি দেশের মধ্যে ৪র্থ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত (১২৯ ভোট) হয়ে জয়লাভ করে যা কংগ্রেসে বাংলাদেশের ইতিহাসে দৃষ্টান্তপূর্ণ। বাংলাদেশ ২০০৬ সালের পর ৩ বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩ বার-ই CA এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।
	৫০ তম আন্তর্জাতিক পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়ে নুবায়শা ইসলামের বিশ্বজয়।	ইতোপূর্বে আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের কেউ প্রথম	প্রতিবছরের ন্যায় ২০২১ সালেও জাতীয় পর্যায়ে পত্রলিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডাক অধিদপ্তর। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী একজন প্রতিযোগীর পত্র ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) কর্তৃক আয়োজিত ৫০তম আন্তর্জাতিক

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
ডাক অধিদপ্তর		স্থান অধিকার করতে পারেনি।	পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। ৫০তম আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় মিলিয়নোর্ধ্ব প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের সিলেটের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী Ms. Nubaysha Islam প্রথম স্থান অর্জন করে। ডাক অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রোডাকশন করে ইউপিইউ'তে পাঠালে সেটি উক্ত কংগ্রেসের ক্লোজিং সিরিমনিতে দেখানো হয়। বিশ্বমহলে এটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বিশ্ব ডাক দিবস ৯ অক্টোবর ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Ms. Nubaysha Islam সহ জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।
	বাংলাদেশ পোস্ট এর ইএমএস কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড ২০২২ লাভ।	ইতোপূর্বে কখনো বাংলাদেশ ইএমএস এর কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড লাভ করতে পারেনি।	বাংলাদেশ পোস্ট প্রথমবারের মতো ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) কর্তৃক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ইএমএস) এর কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড ২০২২ লাভ করে। ইউপিইউ ইএমএস এর কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর এই এওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০২২ সালে কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটি'তে ৯৫% নম্বর পেয়ে গোল্ড ক্যাটাগরিতে এই এওয়ার্ড লাভ করে।
	ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস) Nationnal Digital Innovation Award 2011 তে অংশগ্রহণ করে e-Finance ক্যাটাগরিতে Champion এবং দক্ষিণ এশিয়ার mBillionth Award 2012 পুরস্কার লাভ।	ডাক বিভাগে প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির মানি অর্ডার চালু ছিলো।	ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত থেকে টাকা প্রেরণ করতে পারে সেলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস) সার্ভিস চালু করা হয় যা গত ২৬ মার্চ ২০১০খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস) সার্ভিস চালুর পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত থেকে অতি অল্প সময়ে টাকা প্রেরণ ও উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস) সার্ভিস শুরুর পর থেকে জুলাই/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ১,৩৯,১১,১৪৩জন সেবা গ্রহীতার মাঝে ৭৬৬৩,২৭,১০৪,০২৬/- টাকা ইস্যু করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা।	১. স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল, অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করা।	ক) একটিমাত্র পণ্য-টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হতো।	ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং পরবর্তীতে ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য বাস্তবায়ণে টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল-এর পাশাপাশি উৎপাদন বহুমূখীকরণের মাধ্যমে অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
		খ) জনবল - ২৬৪ জন	খ) জনবল - ৩২৮ জন
		গ) কর্মসংস্থান - ১১ জন	গ) কর্মসংস্থান - ১৩৭ জন

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
		ঘ) প্রতিষ্ঠানের নীট লাভ: ৭.০ কোটি টাকা।	ঘ) প্রতিষ্ঠানের নীট লাভ: প্রায় ৩৫.০ কোটি টাকা।
		ঙ) সরকারকে রাজস্ব প্রদান: ১২.৯৪ কোটি টাকা	ঙ) সরকারকে রাজস্ব প্রদান: ৫৯.৮৮ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সাফল্য নিম্নরূপ: ➢ ২০১১ সালে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (OFC) উৎপাদনের প্ল্যান্ট স্থাপন। পরবর্তীতে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০২০ ও ২০২২ সালে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে আরও ৪টি নতুন মেশিন সংযোজন। ➢ ২০১৬ সালে HDPE Silicon Duct তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরবর্তীতে আরও ৩টি নতুন মেশিন সংযোজন করে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬,০০০ কিলোমিটারে উন্নীতকরণ। ➢ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত প্রায় ৬৫,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বিটিসিএলসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ➢ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার ডাক্ট বিটিসিএলসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ➢ ২০১৯ সালে ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৬০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালুকরণ। ➢ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন বৈদ্যুতিক ওভোরহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। ➢ ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমূখীকরণে নতুন পণ্য FTTH (Fiber to the home)-এর Drop Fiber Cable, Pigtail, Patch Cord, Simplex & Duplex Cable উৎপাদনের জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মেশিন স্থাপন ও চালুকরণ।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
			➢ ২৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন পণ্য সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ। ২০২৪ সালের জুলাই হতে প্লান্টটি চালু হবে। ইন্টারনেট ও ল্যান নেটওয়ার্ক-এ ব্যবহৃত ল্যান ক্যাবল (CAT6/CAT6E/CAT7) তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালুকরণ। ২০২৪ সালের মধ্যে প্লান্টটি চালু হবে।
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	মোবাইল গ্রাহকদের কলরেট হ্রাস করা	মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ মুল্যে সেবা প্রদান করতো।	পাবলিক ও প্রাইভেট খাতের মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে যার ফলে জনগণের খুবই সাশ্রয়ী মূল্যে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা উপভোগ করছে। টেলিটক সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান শুরু করলে টেলিযোগাযোগ খাতে অন্য সব মোবাইল অপারেটর তাদের কল রেট ১০/৭ টাকা হতে ২/৩ টাকায় কমিয়ে নিয়ে আসে।
	বিটিএস সাইট/টাওয়ার সংখ্যা	প্রায় ২০০ টি	৫৬৬১ টি
	নেটওয়ার্ক কভারেজ	ঢাকাসহ জেলা শহরসমূহে বিচ্ছিন্ন ভাবে নেটওয়ার্ক কভারেজ ছিল	ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এবং উপজেলাসমূহে নেটওয়ার্ক কভারেজ নিশ্চিত করা হয়েছে।
	ফ্রি ইনকামিং সুবিধা	টেলিটক বাদে অন্যান্য সকল মোবাইল অপারেটরে ইন কামিং এর ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যে চার্জ প্রযোজ্য ছিল।	টেলিটক-ই সর্বপ্রথম সকল গ্রাহকদের ফ্রি ইনকামিং সুবিধা প্রদান করে।
	বিটিসিএল এর সাথে সংযোগ সুবিধা	বেসরকারি মোবাইল অপারেটরে বিটিসিএল এর সাথে সংযোগ ছিল না।	টেলিটক-ই সর্বপ্রথম সকল গ্রাহকদের বিটিসিএল এর সাথে সংযোগ (টি এন্ড টি ইন কামিং অ্যান্ড আউট গোয়িং) সুবিধা প্রদান করে।
	আইএসডি ও ইআইএসডি সুবিধা	বেসরকারি মোবাইল অপারেটরে আইএসডি ও ইআইএসডি সুবিধা ছিল না।	টেলিটক-ই সর্বপ্রথম সকল গ্রাহকদের আইএসডি ও ইআইএসডি সুবিধা প্রদান করে।
	সারা দেশ এক জোন এক রেট সুবিধা	বেসরকারি মোবাইল অপারেটরে সারা দেশ	টেলিটক-ই সর্বপ্রথম সকল গ্রাহকদের সারা দেশ এক জোন এক রেট সুবিধা প্রদান করে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড		এক জোন এক রেট সুবিধা ছিল না।	
	পাবর্ত্য জেলাসহ দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মোবাইল টেলিফোন সেবা প্রদান	পাবর্ত্য জেলাসহ দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মোবাইল সেবার বাইরে ছিল	টেলিটকই প্রথম ২০০৯ সালে দেশের অবহেলিত ৩ (তিন) টি দূর্গম পাবর্ত্য জেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে টেলিটক প্রত্যন্ত হাওর-বাওর এবং দ্বীপাঞ্চলসমূহে ৪জি মোবাইল নেটওর্য়াক সম্প্রসারণ করে টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণকে আধুনিক ৪জি সেবা প্রদান করেছে।
	সুন্দরবনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান	সুন্দরবনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা ছিল না।	টেলিটকই প্রথম এবং একমাত্র মোবাইল কোম্পানী যাহা ২০১৫ সালে বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে।
	৩জি প্রযুক্তি চালু	বাংলাদেশে ৩জি প্রযুক্তি ছিল না।	টেলিটকই প্রথম ২০১২ সালে বাংলাদেশে ৩জি প্রযুক্তি চালু করে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে ৪জি সেবা চালু এবং ২০২১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি সেবা চালু করেছে।
	গ্রাহক সংখ্যা	২.৫ লক্ষ	৬৪.৫ লক্ষ (অগাস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)
	মোবাইলে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, পিএসসি-এর সকল ধরণের নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম Automation Softoware এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা, চাকরির দরখাস্তের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ISBN ও Barcode সেবা অটমেশন করা হয়েছে। Covid-19 দুর্যোগকালীন সময়ে BdREN প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখা হয়েছে।	উল্লিখিত কার্যক্রম সিমের মাধ্যমে সম্পন্ন হতোনা।	উল্লিখিত সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড হয়েছে। সকল শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশ ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করছে।
	অনলাইন ও এসএমএস এ চাকুরীর দরখাস্তকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম সম্পাদন	অনলাইন ও এসএমএস এ চাকুরীর দরখাস্তকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত	টেলিটক ডিজটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে অনলাইন ও এসএমএস এ চাকুরীর দরখাস্তকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
		সেবা, জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা ছিল না।	
	দূর্যোগকালীন সময়ে দূর্যোগ কবলিত জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান	দূর্যোগকালীন সময়ে জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না।	দূর্যোগকালীন সময়ে দূর্যোগ কবলিত জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে টেলিটক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম “১০৯০” চালু করেছে।
	মেয়াদবিহীন ডাটা প্যাকেজ চালু, 3G/4G/G ইন্টারনেট সেবা প্রদান	মেয়াদবিহীন ডাটা প্যাকেজ চালু ছিল না। এবং 2G ইন্টারনেট সেবা চালু ছিল।	টেলিটকই প্রথম অপারেটর যা গত ১৭ মার্চ ২০২২ খ্রি: তারিখ হতে গ্রাহকদের জন্য মেয়াদবিহীন দুটি ডাটা প্যাকেজ প্রদান করে আসছে। 3G/4G/G ইন্টারনেট সেবার মাধ্যমে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
	সর্বনিম্ন কলরেটে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রদের আগামী সীম, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বর্ণমালা সীম, নারীদের জন্য মায়ের অপারজিতা, মায়ের হাসি সীম প্রদান করা হয়েছে।	সুবিধা সম্বলিত এই ধরণের সীম তখন ছিলনা।	বর্তমানের সুবিধা সম্বলিত এই ধরণের সীম ব্যবহার করে দেশের সর্বস্তরের জনগন সুবিধা ভোগ করছে।
	বিনিয়োগ	৬৪৩ কোটি	৫৯৩৩ কোটি
	এডিপি (ADP) আওতায় প্রকল্প	এডিপি (ADP) আওতায় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি	এডিপি (ADP) আওতায় ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, ১ টি চলমান রয়েছে।
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	ল্যাপটপ প্লান্ট স্থাপন	ডিজিটাল ডিভাইস সংযোজনের কোন প্লান্ট ছিলনা।	২০১১ সালে স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে ল্যাপটপ,নেটবুক,নোটবুক,ট্যাব, ফিঙ্গার ভেইন মেশিন, নোট কাউন্টিং মেশিন, ফ্রাঙ্কিং মেশিন, স্মার্ট টেলিভশন, স্ক্যানার, প্রিন্টার, POS মেশিন ইত্যাদি সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত প্ল্যান্টে দুই শিফটে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ (এক হাজার) টি ল্যাপটপ সংযোজন সক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে/হচ্ছে। মাউসি প্রজেক্ট, পোস্ট-ই-সেন্টার প্রকল্প, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্প (ফেজ-১ ও ফেজ-২),সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড			ডিজিটালকরণ প্রকল্প। এছাড়াও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং অন্যান্য সরকারী আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরসমূহে ল্যাপটপ সংযোজন করে সরবরাহ করা হয়েছে।
	এনার্জি মিটার প্লান্ট স্থাপন	এনার্জি মিটার সংযোজনের কোন প্লান্ট ছিলনা।	২০১১ সালে এনার্জি মিটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। এই প্লান্টের মাধ্যমে ডিজিটাল স্মার্ট সিম কার্ড বেজড প্রিপেইড এনার্জি মিটার ইত্যাদি সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। ডেসকো,ডিপিডিসি, বিআরইবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে টেশিসের স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
	টেলিফোন সেট (পিএসটিএন) প্লান্ট	এনালগ ও নন কলার আইডি টেলিফোন সেট প্রস্তুত করা হতো।	ডিজিটাল কলার আইডি টেলিফোন সেট প্রস্তুত/সংযোজন করা হচ্ছে। এছাড়া উন্নতমানের স্টেনো টেলিফোন সংযোজন করা হচ্ছে। এ যাবত মোট ৬০,০০০ টি ডিজিটাল টেলিফোন ও স্টেনো টেলিফোন সেট সরবরাহ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
	মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্লান্ট	মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্লান্ট ছিলনা।	২০১১ সালে মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মডেলের মোবাইলের ব্যাটারী ও চার্জার সংযোজন করা হয়েহে। প্লান্টটি বর্তমানে বন্ধ আছে, সহসা চালু করা হবে।
	ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট প্লান্ট	ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট প্লান্ট ছিলনা।	২০১৬ সালে ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়। এই প্লান্টের মাধ্যমে DWDM, AVR, MUX, Satellite Modulator ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। বিএসসিএল, বিএসসিসিএল, বিটিসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড ও বাংলাদেশ বেতার কার্যালয়ে DWDM, AVR, MUX, Satellite Modulator ইত্যাদি সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।
	পিবিএক্স প্লান্ট	এনালগ পদ্ধতির পিবিএক্স প্লান্ট ছিল। এনালগ পিবিএক্স উপাদন করা	বর্তমানে ডিজিটাল ও আইপি পিবিএক্স সংযোজন করা সম্ভব। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বঙ্গভবন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দপ্তরে

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড		হতো যা ননকলার আইডি ছিল। ডিজিটাল পিবিএক্স সুবিধা ছিল না।	টেশিস পিবিএক্স সরবরাহ ও স্থাপন করেছে। এছাড়া পিবিএক্স এর মাধ্যমে কল সেন্টার সলিউশন স্থাপন করা হচ্ছে। দুদক ও ভুমি মন্ত্রণালয়ে কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
	কল সেন্টার স্থাপন	কল সেন্টার ছিল না।	দ্রুততম সময়ে উন্নত মানের গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার জন্য টেশিসে ২০২৩ সালে একটি কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কলসেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
	ডিজিটাল মার্কেটিং	ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যবস্থা ছিল না।	বর্তমানে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্যের প্রচার ও বিপণণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ফেসবুক মার্কেটিং, টেশিস পণ্য সেবা এপস, ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে অতি সহজেই গ্রাহকগণ টেশিস পণ্যের তথ্য পেয়ে যাচ্ছে।
	নিজস্ব আর এন্ড ডি শাখা চালুকরণ	টেশিসে কোন আর এন্ড ডি শাখা ছিল না।	২০১৯ সালে টেশিস অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়। নতুন অর্গানোগ্রামে আর এন্ড ডি শাখা চালু করা হয়। এই আর এন্ড ডি শাখার মাধ্যমে নিয়মিত গভেষনা করে পণ্যের মানোউন্নয়ের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে।
	জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন।	জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র ছিল না।	জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিএস কম্পিউটার সিটি সহ বর্তমানে ঢাকায় চারটি এবং খুলনায় একটি বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র চালু আছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
	প্রকল্প প্রণয়ন	টেশিসের উন্নয়ন ও আধুনিকিকরণে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।	"টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজন প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্টসমূহের উৎপাদন/সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেশিসে ল্যাপটপ, টেলিফোন সেট, ডিজিটাল এনার্জি মিটার, মোবাইলের ব্যাটারি এবং চার্জার প্লান্ট এর আধুনিকায়ন এবং নতুন ডিজিটাল ডিভাইস যেমনঃ মোবাইল ফোন, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, ওয়াই-ফাই রাউটার, আইপি পিএবিএক্স, আইপি টেলিফোন সেট, পিসিবি/মাদারবোর্ড ইত্যাদি উৎপাদন/সংযোজন প্লান্ট স্থাপন করা হবে। এছাড় সকল আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইসের গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল ডিভাইস টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেশিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনবলের নতুন চাকুরী সৃষ্টি হবে।
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য সহজলভ্যকরণ	২০০৯ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য ছিল ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা।	ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের একনিষ্ঠতায় প্রতি এমবিপিএস (মেগা বিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইড্থের মূল্য কমে বর্তমানে ৩০০ (তিনশত) টাকারও নিচে নেমে এসেছে।
	প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের (SMW4) ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বৃদ্ধি	২০০৮ সালে প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের (SMW4) ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ জিবিপিএস।	ব্যান্ডউইড্থের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে SEA-ME-WE 4 কনসোটিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএসসিসিএল দেশের ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে যা অক্টোবর ২০১২ মাসে সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। এই আপগ্রেডেশন কার্যক্রমের ফলে দেশে SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইড্থ সক্ষমতার পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮৫০ জিবিপিএস-এ দাঁড়িয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইডথ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল, প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের (SMW4) Upgradation#6 প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। উক্ত Upgradation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএসসিসিএল ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে আরও ৩৮০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি লাভ করবে। ফলে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪,৬৫০ জিবিপিএস।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল	দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে (SMW5) সংযুক্তকরণ	১টি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবল ছিল।	একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE 4) এর উপর নির্ভরশীল থাকায় প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ নিশ্চিতকরণ, দেশে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান এবং ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইডথের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল, SEA-ME-WE 5 নামক সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে যুক্ত হওয়ার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ও বাংলাদেশে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম সংযোগের শুভ উদ্বোধন করেন। SMW5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের Lit Up # 3.0 (Upgradation)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিসিএল এর SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের মোট ক্যাপাসিটি বর্তমানে ২৫৭০ জিবিপিএস।
	আন্তর্জাতিক বাজারে বিএসসিসিএল এর উদ্বৃত্ত সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি রপ্তানি	-	দেশের অভ্যন্তরে বিএসসিসিএল এর মোট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার এর প্রায় ৯৫% পূর্ব দিক তথা সিঙ্গাপুর অভিমুখী। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশের অব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি হতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সংরক্ষিত রেখে উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি আন্তর্জাতিক বাজারে আগ্রহী কনসোর্টিয়ামের সদস্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দীর্ঘমেয়াদী লিজ প্রদান/ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল সচেষ্ট রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলের পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি সৌদি টেলিকম কোম্পানি (STC), ফ্রান্স ভিত্তিক টেলিকম অপারেটর Orange, টেলিকম মালয়েশিয়া (TM), ভারত সঞ্চার নিগম (বিএসএনএল) এর কাছে লিজ প্রদান করা হয়েছে।
	বিএসসিসিএল এর আর্থিক সাফল্য	২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয় ছিল ৪৩.৫৯ কোটি টাকা ও নীট মুনাফা ছিল ৯.৯৫ কোটি টাকা।	২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয় ৫১৫.৪৯ কোটি টাকা ও নীট মুনাফা ২৭৯.০৩ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসিসিএল এর রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২ গুণ এবং নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৮ গুণ।
	শেয়ার বাজারে বিএসসিসিএল এর অন্তর্ভুক্তি	-	পাবলিক সেক্টরে আর্থিকভাবে সফল সংস্থাসমূহের মধ্যে বিএসসিসিএল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সকল শর্ত পূরণ

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
			করে টোলযোগাযোগ সেক্টরে একমাত্র সরকারি কোম্পানি হিসেবে বিএসসিসিএল সাফল্যের সঙ্গে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিএসসিসিএল ১৪ জানুয়ারি ২০১২ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে বিএসসিসিএলের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০ কোটি ও ১৬৪.৯০ কোটি টাকা এবং সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৭৩.৮৪%। প্রতিষ্ঠার পর হতে কোম্পানি প্রতিবছর শেয়ার হোল্ডারগণকে আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন Award পাচ্ছে।
	তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ	-	বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE 6 (SMW6) কনসোর্টিয়ামের আওতায় করা হচ্ছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিএসসিসিএল SMW6 কনসোর্টিয়ামের সকল সদস্যের সাথে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করেছে। একই তারিখে Supplier (কনসোর্টিয়াম কর্তৃক নির্বাচিত) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। Supplier কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত Burial Feasibility Study (BFS) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Supplier এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকের মধ্যে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬০%। SMW6 এর মূল ডিপিপিতে 1 MIU অর্থাৎ ৬৬০০ জিবিপিএস এর জন্য প্রস্তাবনা ছিল। বিটিআরসির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতিতে SMW6 এ ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি দ্বিগুণ (2 MIU অর্থাৎ ১৩,২০০ জিবিপিএস) করার নিমিত্ত বিনিয়োগ করা হয়।
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি	দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল টেলিভিশন চ্যানেলকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার আওতায় নিয়ে আসা		২০১৯ সাল থেকে দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল টেলিভিশন চ্যানেলকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
লিমিটেড (বিএসসিএল)	দেশের একমাত্র ডিটিএইচ অপারেটর বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (আকাশ ডিটিএইচ)-কে সেবা প্রদান		২০১৯ সাল থেকে দেশের একমাত্র ডিটিএইচ অপারেটর বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (আকাশ ডিটিএইচ)-কে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
	বাংলাদেশ বেতার-কে সেবা প্রদান		২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ বেতার-কে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
	জনপ্রিয় বিদেশি টিভি নেটওয়ার্ক Star Network সম্প্রচার		২০২২ সাল থেকে বেক্সিমকো ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড -এর মাধ্যমে জনপ্রিয় বিদেশি টিভি নেটওয়ার্ক Star Network-এর ০৮টি চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করা হয়েছে।
	বিএসসিএল-এর প্রথম বৈদেশিক বিক্রয়		২০২২ সাল থেকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মাদানী চ্যানেল ইউকে লিমিটেড-কে সম্প্রচার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এটিই বিএসসিএল-এর প্রথম বৈদেশিক বিক্রয়।
	জনপ্রিয় বিদেশি টিভি নেটওয়ার্ক Sony Entertainment Television ও Zee Network-এর সম্প্রচার		২০২৩ সাল থেকে Aircom Media Limited ও Amico Trading Corporation-এর মাধ্যমে Sony Entertainment Television-এর ১৩ টি চ্যানেল ও Zee Network-এর ২ টি চ্যানেল সম্প্রচার
	বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট ভিত্তিক যোগাযোগ সেবা প্রদান		বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট ভিত্তিক যোগাযোগ সেবা প্রদানঃ ১। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ২। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ৩। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৪। বাংলাদেশ পুলিশ ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)			৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট ভিত্তিক যোগাযোগ সেবা প্রদান		বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট ভিত্তিক যোগাযোগ সেবা প্রদানঃ ১। স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লিমিটেড ২। ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ৩। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ৪। ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ৫। কার্নিভাল ইন্টারনেট ৬। চালডাল ডট কম
	দেশের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার আওতায় আনার কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন		বিগত ০২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার আওতায় আনার কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের পূর্বে দেশি টেলিভিশন চ্যানেলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিদেশি স্যাটেলাইট হতে সেবা গ্রহণ করত। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার এই বহিঃপ্রবাহ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় সম্প্রচার খাতে দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে।
	বিএসসিএল-এর দুইটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন উদ্বোধন		বিগত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএসসিএল-এর দুইটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য দৌহিত্র এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও ডিজিটাল

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)			বাংলাদেশের স্থপতি জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর নামানুসারে ভূ-কেন্দ্রদ্বয়ের নামকরণ করা হয়েছে “সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, গাজীপুর” ও “সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, বেতবুনিয়া”। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন।
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা		২০১৮ সালের ১২ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করেন।
	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ		২০১৮ সালের ১২ মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয়।
	ভারতের সাথে সমঝোতা স্বারক “Cooperation in the Areas of Space Technology” স্বাক্ষর		২০২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিতিতে ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম সমঝোতা স্বারক “Cooperation in the Areas of Space Technology” স্বাক্ষর করেন বিএসসিএল-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. শাহজাহান মাহমুদ।
	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসমূহঃ		**বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসমূহঃ** • **ITU Telecom World Award 2018 Recognition of Excellence**

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)			• **ASOCIO 2018 Outstanding ICT Company Award**
	ডিজিটাল প্রযুক্তির ভি-স্যাট হাব স্থাপন		বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে 'পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট', 'পয়েন্ট-টু-মাল্টি পয়েন্ট, 'মেরিটাইম', 'কেরিয়ার অন দ্যা মুভ' যোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ভি-স্যাট হাব স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে দেশের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে।
	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম		বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অডিও-ভিজুয়াল তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	স্যাটেলাইট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান		দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্যাটেলাইট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান		২০২২ সালে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাকবলিত সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৩টি উপজেলার ৩৬টি সাইটে ভিস্যাট ভিত্তিক জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা স্থাপন করা হয়েছে। বন্যায় টেলিযোগাযোগ সেবা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিএস-১ ভিত্তিক ভিস্যাট সেবার মাধ্যমে জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হয়েছিল।
	বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ		বিএসসিএল ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, দুবাই এক্সপো-২০২০, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসে রোড-শো, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২১-এর Mujib100 Industrial Exhibition-সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে।
	❖ **বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর আওতায় প্রকল্পসমূহঃ**		❖ **বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর আওতায় প্রকল্পসমূহঃ**

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)			এ যাবতকালে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এর আওতায় Social Obligation Fund (SOF)-এর অর্থায়নে দুই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ঃ ক। **"স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্প - দেশের প্রত্যন্ত দ্বীপে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেবার নিমিত্ত এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩১ টি দ্বীপ/ চরের ১১২ টি সাইটে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে এ সকল দ্বীপসমূহে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়ে Digital Divide দূর করা হচ্ছে। **খ।** বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে বাস্তবায়নাধীন "**বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প**"- কোম্পানি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ রুপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় দুর্গম, প্রত্যন্ত ও উপকূলীয় ৩৪ টি ইউনিয়নে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপিত হবে। ইতোমধ্যে হাব স্থাপন ও ১৪ টি সাইটে প্রাথমিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত সাইটসমূহের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য সোলার ও নেটওয়ার্ক ইক্যুপমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৫%। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে অত্র প্রকল্পের কারিগরী ও লজিস্টিক সহায়তায় বন্যা দুর্গত ৩ টি জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা) ২৩টি উপজেলায় ৩৬টি সাইটে ভিস্যাট স্থাপন করা হয়।

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের	**স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন ও উদ্বোধন**	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় প্রযোজ্য নয়।	*মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখে প্রায় ৯ বছর পর এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন পূর্বক উদ্বোধন করা হয়।
	কর্মচারী পদায়ন	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় প্রযোজ্য নয়।	*বর্তমানে একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে।
	কর ও কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় প্রযোজ্য নয়।	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে আয় : ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৫৫ টাকা। ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় : ৫৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৫০ টাকা **কর ও করবর্হিভূত মোট রাজস্ব অদায় বাবদ আয় : ১১ কোটি ৯১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩০৫ টাকা।**
	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় প্রযোজ্য নয়।	কুরিয়ার সার্ভিসের ধরণ : লাইসেন্স সংখ্যা অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস : ১০৪ টি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস : ৮৯ টি অনবোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস : ৩০ টি **মোট : ২২৩ টি**

দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
	আইন/ বিধিমালা/ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন	মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় প্রযোজ্য নয় ।	*“মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। * “মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। *বিদ্যমান মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা,২০১৩ সংশোধনের লক্ষ্যে এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। *বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।